জনগণের জন্য তথ্যচিত্র

হরিসাধন দাশগুপ্ত

[বাংলা চলচ্চিত্রের এক অসামান্য প্রতিভা হরিসাধন দাশগুপ্ত। বর্তমান চলচ্চিত্র জগতের স্মৃতিতে তিনি যেন কিছুটা আড়াল হয়ে গেছেন। আমাদের এবারের সংকলনের চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব তিনি। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী-পঞ্জী, তাঁকে নিয়ে লেখা ছাড়াও রইল তাঁর একটি লেখা - তথ্যচিত্র নিয়ে। লেখাটি সংকলিত হয়েছে অরুণ কুমার রায়ের 'চলচ্চিত্র, মানুষ ও' গ্রন্থ থেকে।]

তথ্যচিত্রের প্রধান উদ্দেশ্য জনগণকে অবহিত করা। যদি তথ্যচিত্র জনগণের কোনও কাজে না আসে তবে এই ধরণের ছবি তৈরী করার প্রচেষ্টা অর্থহীন হয়ে পড়ে। এই জন্য আমি এ বিষয়ে মনগড়া কোনও কথা না বলে বা কোনও কিছু ধারণার বশবর্তী হওয়া যায় সেই কথাই বলব।

জন গ্রীয়ারসন বলেছিলেন''শিক্ষা কার্যকরী না হলে তা কোনও শিক্ষাইনয়।'' একইভাবে আমি বলতে চাই তথ্যচিত্র কার্যকরী না হলে তথ্যচিত্রই নয়। কিন্তু যদি দেখি গত তিন দশক ধরে তথ্যচিত্রের মাধ্যমে আমাদেরদেশে দর্শকদের আমরা কি কিছু পরিমাণে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছি? সমাজ পরিবর্তনে তথ্যচিত্র যদি পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে কোনও ভূমিকা পালন করতে না পারে তবে এর উদ্দেশ্য ব্যর্থ। এটা খুবই দুঃখজনক, গবেষণামূলক কোনও প্রচেষ্টা দেখা গেল না। কিন্তু এই ধরণের গবেষণার খুবই প্রয়োজন। আমরা যদি না জানতে পারি, আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি, বা আমাদের ছবি জনগণের কোনও কাজে আসছে কিনা তবে আমরা ছবি করার উৎসাহ কোথায় পাব! জনগণের ওপর কোনও রকম প্রভাব ফেলছে না অথচ এইধরণের ছবি তৈরি করে চলা আমার মতে অর্থহীন। অথচ অদ্ভুত ভাবে যে দেশে চলচ্চিত্র নিয়ে এত কথা বলা হচ্ছে সেখানে এই ধরণের প্রয়োজনীয় আদান-প্রদানের (জনগণ ও তথ্যচিত্র নির্মাতার মধ্যে) বিষয়টি সযত্নে পরিহার করা হয়। হয়ত আমরা এই ধরণের কাজ করতে লজ্জা পাই। জনগণের মধ্যে চেতনা এবং তথ্যচিত্রের আন্দোলন এই দুটোই আমাদের কাজ কর্মের উজ্জ্বল দিকের প্রতিফলন ঘটাচ্ছে না। আমার মনে হয় আমরা যে উৎসাহ নিয়ে আলোচনা সভা করি সেভাবে তথ্যচিত্র নিয়ে জনগণের সেবায় লাগাতে উৎসাহ পাইনা।

প্রত্যেক ধোঁয়ার পিছনে যেমন আগুন থাকেতেমনি আমাদের ব্যর্থতারও যথেষ্ট কারণ আছে।

প্রথমত সবচেয়ে বড় সমস্যা বাজারের সমস্যা। আমাদের কাছে মাত্র দুটি রাস্তা আছে যার মাধ্যমে তথ্যচিত্র বা স্বল্পদৈর্ঘ্য চিত্র পরিবেশিত হতে পারে-- এবং দুটোই সরকারি মাধ্যম। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অধীন।

বর্তমানে সরকারি ভাবে জনগণের ছবি দেখার জন্য যেব্যবস্থা আছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। যেখানে জনগণের সংখ্যা ৬৫কোটি সেখানে মাত্র ৫০০ মতো ফিল্ড ইউনিট খুবই কম। অর্থাৎ জনগনের সেবা করার ভাবনা গোড়াতেই শতকরা ৩০ ভাগ কমে গেল। তার উপর যখন এই ধরণের ছবি দেখানো হয় তখন উপযুক্ত ছবি উপযুক্ত দর্শকদের প্রায়ই দেখানো হয় না। যেমন নিকাশী ব্যবস্থা,

গোবর গ্যাস নিয়ে কোনও ছবি কলকাতার মেট্রো সিনেমা হলে দেখানো অর্থহীন। যেমন অর্থহীন দারিদ্র রেখার নীচে বসবাসকারী গ্রামবাসীদের কাছে আধুনিক চিত্রকলা সম্বন্ধীয় কোনও ছবির পরিবেশন। গত তিরিশ বছর ধরে আমাদের যে ব্যবস্থার মাধ্যমে ছবি দেখতে বাধ্য করা হয় সেই ব্যবস্থার পরিবর্তন দরকার। এমন ব্যবস্থা করা দরকার যাতে ভারতের প্রতিটি গ্রামে প্রতি সপ্তাহে ছবি দেখানো হয়। আমি জানি এটা একটা বিরাট আয়তনের কাজ কিন্তু জনগণের সেবা আরও বড়ো কাজ এবং দুয়ের মধ্যে কোনও সহজ রাস্তা নেই। যদি সরকারের একার পক্ষে একাজ করা সম্ভব না হয় তাহলে একাধিপত্য ছেড়ে দেশের অন্যান্য সংস্থার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

এই বিষয়ে আমাদের কিন্তু সোসাইটি আন্দোলনের ব্যর্থতাও বিরাট। কারণ এটা একমাত্র শহরে বুদ্ধিজীবী কিছু আলোকপ্রাপ্ত অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে। শুধুমাত্র কিছু বিদেশী ছবি দেখানো ও কিছু চলচ্চিত্রীয় শব্দ ব্যবহারের মধ্যে এটা আটকে আছে। অথচ গোড়ার দিকের এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল শত-শত, হাজার-হাজার মানুষকে এই আন্দোলনে সামিলকরা। শহরের ফিল্ম সোসাইটি গুলির দায়িত্ব ভালো ভালো তথ্যচিত্র গুলি শহরের শ্রমিক ও সমাজের মধ্যে এবং অন্যান্য স্তরের ফিল্ম সোসাইটি গুলির দায়িত্ব শহরের বাইরে গ্রামে ছবি গুলিকে দেখানোর ব্যবস্থা করা। একাজ না করা এক ধরণের পলায়ন মনোবৃত্তি। জনগণের সেবা এবং পলায়ন মনোবৃত্তি দুটো কথাই একসঙ্গে চলতে পারে না। অবশ্য ইদানীং কিছু সোসাইটি তথ্যচিত্র প্রযোজনার কাজ শু করেছেন এবং এইধরণের প্রচেষ্টা সমর্থন যোগ্য।

চলচ্চিত্র পরিচালকদের মধ্যেও এই ধরনের পলায়ন মনোবৃত্তি কাজ করে। প্রশ্ন হল- জনগণের জন্য কে ছবি বানাবেন? যখনই এই ভাবনা আমার মনে আসে তখনই মনে হয় প্রয়োজন সেবামূলক উদ্দেশ্য নিয়ে কাজে নামা। কিন্তু আমাদের তথ্যচিত্র জগতে কোনওরকম সেবার মনোবৃত্তি নেই সর্বদা চেষ্টা কি করে তাড়াতাড়ি কিছু টাকা করে ফেলা যায়।আমার বত্রিশ বছরের চলচ্চিত্র পরিচালকের জীবনে দেখেছি তিন ধরণেব পরিচালক রয়েছেন।

১. স্পর্শকাতর চলচ্চিত্রকার- যাঁরা নিজেদের অর্থেবা ধার করা অর্থে ছবি তৈরি করেন। ভাগ্য বা কেরিয়ার গড়ার কোনও লক্ষ্য থাকে না- মূলত চারপাশের জগৎ সম্বন্ধে ব্যক্তি গত মতামত প্রকাশই এর প্রধান উদ্দেশ্য। এই ধরণের ছবিতে পরিচালক সর্বদাতার শিল্পীসত্বাকে সম্পূর্ণ জড়িয়ে ফেলেন ফলে দর্শকের কাছে ছবির বক্তব্য সঠিকভাবে পৌঁছায়। কিন্তু এই ধরনের পরিচালকের সংখ্যা খুবই কম।

২. এই বিভাগে আছে দক্ষ কলাকুশলীবিদ যাঁরা মোটামুটি পরিশ্রম করে অর্থের বিনিময়ে কাজ সম্পন্ন করেন। এঁদের ছবিগুলি সাধারণত প্রচারধর্মী হয় যদিও ছবির মধ্যে কলাকৌশলের পরিশীলিত ছাপ থাকে তবে কদাচিৎ তা ভাবনার উদ্রেক করে।

৩. চলচ্চিত্র তৈরী অর্থের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং যেখানেই অর্থ সেখানেই দুষ্টচত্র । এই বিভাগে আমি সেই-সব পরিচালকদের চিহ্নিত করতে চাই যারা ছোটো বা বড়ো চক্রের অন্তর্ভুক্ত , যারা তথ্যচিত্রের

সমস্ত উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে শুধুমাত্র কিভাবে ব্যক্তিগত মুনাফা লাভ করা যায় সেদিকেই প্রধানত মনযোগী। এই ছবিরযারা পৃষ্ঠপোষক তাঁদের ভাবনায় লোহা-লক্কড় ব্যবসার মতই ছবি তৈরি আরও এক ব্যবসা। অনেক সময় ক্ষুদ্র ও অস্বাস্থ্যকর স্বার্থ কাজ করে ফলে অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের হাতে ছবি তৈরির ভার পড়ে ফলে তা কোন প্রামাণ্য তথ্যচিত্র হয়ে উঠে না, যার থেকে কখনই আমরা না পাই তথ্য বা উৎসাহ ।

সেইজন্য চলচ্চিত্রকারের তরফেও চলচ্চিত্র তৈরির ভাবনায় পরিবর্তন আনা দরকার। যদি টাকা উৎপাদনই ছবি তৈরির একমাত্র দৃষ্টিভঙ্গি হয় তবে ছবি তৈরিতে প্রাণের সাড়া মেলে না। আর একরকম প্রাণহীন ছবি, অগভীর ছবিগুলি ভাসাভাসা এবং একেবারেই গুরুত্বহীন। এই কারনেই তথ্যচিত্র দর্শকদের কাছেও গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। যেকারণে বেশীরভাগ দর্শক পছন্দ করেন সরকারি ছবি দেখানো হয়ে যাবার পর প্রেক্ষা গৃহে প্রবেশ করতে। আমি একথা বলছি কারণ সরকারই আমাদের দেশে সবচেয়ে বড়ো প্রযোজক। এক ধরনের ছবির একমাত্র পরিবেশক।

মাঝে মাঝে আশা জাগে যখন এরই ভিতর পরিচালকদের মধ্যে ভালো তথ্যচিত্র তৈরি করবার প্রতিশ্রুতি পাই। কিন্তু প্রথম সুযোগ পাওয়া মাত্রই তারা কাহিনীচিত্র নির্মাণে চলে যায় এবং যারা তথ্যচিত্র করতে থাকে তাদের অবস্থা বেশ করুণ! কেন এরকম হয়?

কারণ মূলত চলচ্চিত্র কার একজন শিল্পী যার মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবনা চিন্তা প্রকাশের তাগিদ আছে। আমাদের মতো দেশে তথ্যচিত্রে এই ব্যক্তিগত ভাবনা প্রকাশের ইচ্ছাকে খুবই নৃশংস ভাবে ছেঁটে ফেলা হয়। আমি কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, এমনকি কোনওকাহিনীচিত্রের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করতে পারি কিন্তু তথ্যচিত্রের মাধ্যমে নয়। যদি আমার প্রযোজক বা স্পনসররা আমার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একমত না হয় তবে আমার ছবি তৈরি সেখানেই শেষ। আমি আর ছবি করতে পারব না। যদি আমার নিজের টাকা দিয়ে ছবি তৈরি করি, তার পরিবেশনেরকোনও ব্যবস্থা নেই। টাকা আটকে যাবে এবং আমার অবস্থা ক্রমশ সঙ্গীন হয়ে উঠবে। এই ধরনের সাংঘাতিক অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হয় এবং অনেকেই এর শিকার হন।

আমি সুখদেবকে অনেক ঘনিষ্ঠ ভাবে চিনতাম। সুখদেব একজন অসাধারণ মানুষ, যিনি অসাধারণ ছবি তৈরি করতে পারতেন। তার অপরিণত বয়েসে মৃত্যু হল। তার মৃত্যুর কারণ আসলে-হতাশা ও বিরক্তি, হৃদস্পন্দন বন্ধ হওয়া যার বাহ্যিক বহিঃপ্রকাশ। একজন সৃষ্টিশীল ব্যক্তি যিনি নিজের ভাবনা চিন্তাকে টাকা পয়সার ওপরে স্থান দেন তাঁরা কখনই আমাদের দেশের তথ্যচিত্রের কাঠামোর মধ্যে সুখী হতে পারবেন না। যতক্ষণ না স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশের অধিকার স্বীকৃত হচ্ছে ভারতীয় তথ্যচিত্র সর্বদাই ভালো পরিচালকের অভাব বোধ করবে এবং আমি মনে করি মাঝারি ধরণের পরিচালকদের দিয়ে জনগণের কোনও সেবা করা সম্ভব নয়।

জনগণের তথ্যচিত্রের মাধ্যমেযে শিক্ষা সম্প্রচারিত হয় সেটাই তথ্যচিত্রের মাধ্যমে জনগণের প্রাথমিক সেবা। এই শিক্ষার ব্যাপকতা একপেশে প্রচার ধর্মীতায় পরিণত হয় যখন আমরা এক তরফা ভাবে বিষয়টা দেখি, শুধুমাত্র আলোর কথাই বলেচলি অন্ধকার দিকগুলি না দেখিয়ে। আমরা জনগণকে এক

ধরণের চিন্তা করতেবাধ্য করছি তাদের কাছে সমস্ত বিষয়টা নাতুলে ধরায়। আমরা বোধহয় জনগণের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করছি কারণ এর ফলে তারা সামগ্রিক ভাবে সামাজিক বাস্তবতাকে বুঝতে পারছেন না এবং গণতন্ত্রের পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় একজন সচেতন নাগরিক হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছে। আমাদের দেশের চলচ্চিত্র নীতিতে এই সামগ্রিক ভাবনার অভাব আছে এবং স্বাধীনতার দীর্ঘদিন পরেও আমরা এই ভুল সংশোধন করতে পারিনি। আমার মনে হয় সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি এবং চলচ্চিত্র নীতি দুটোই সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে না-সমাজের চাহিদা, সামাজিক মুল্যবোধের পরিবর্তন- এইসব যদি সময়োপযোগী না হয় তথ্যচিত্র জনগণের জন্য কিছুইকরতে পারবে না।

নিচ থেকেও চাপ আসতে শু করেছে। প্রতিবছরই ফিল্ম ইনস্টিটিউট থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত সচেতন কলাকুশলী বেরিয়ে আসছে। অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডী পেরিয়ে এই ক্ষমতাশীল অথচ অনিশ্চিত মাধ্যমে আসতে চাইছেন। এদের অনেকেই ভাবনা-চিন্তার দিকে দরিদ্র নয় এবং এরা তথ্যচিত্র জগতের ব্যবসার প্রচলিত নিয়মকানুন মানতে রাজি নয়। আগামী দিনে যাদের হাতে তথ্যচিত্রের ভবিষ্যৎ তারা স্থিতাবস্থা বজায়কারী ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার পক্ষে নয়। আমাদের এই সমস্যার সম্মানজনক মীমাংসার প্রয়োজন নতুবা আমরা বিব্রত হব।

পশ্চিম বাংলার অবস্থা পুরোপুরি অন্ধকার নয়। বর্তমানের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকার চলচ্চিত্র শিল্পকে পুনর্জীবিত ও পুনর্গঠিত করার জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়েছেন। ফলে কাহিনী চিত্রের মতো তথ্যচিত্রও কিছুটা উপকৃত হয়েছে। কিন্তু আমাদের প্রত্যাশা অনেক। আশা করবো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতার নিরিখে সরকার আরো দৃঢ় পদক্ষেপ নেবেন।

১৯৯০ ঃ এক দশক পরে গত কয়েক বছরে দেখছি তথ্যচিত্রের জগতে প্রভূত পরিবর্তন এসেছে। বহু প্রতিভাবান এবং সচেতন তরুণ পরিচালক এসেছেন। তাদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যকই ভাগ্যবান যারা ভাল স্পনসরপেয়েছেন। অনেকে ডকুমেন্টারি ফিল্ম ফেস্টিভাল-এর দ্বারা উপকারপেয়েছেন। এই সুযোগ প্রাপ্তদের সংখ্যা বাড়াতে হবে। প্রতিটি রাজ্যেরই উচিত এই ধরণের ফেস্টিভ্যাল-এর আয়োজন করা এবং প্রতিভাবান তথ্যচিত্র নির্মাতাদের পুরস্কৃত করা।

এরা যেন মর্যাদার সঙ্গে খোলা আকাশের নীচে কাজ করতে পারে এবং সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে পারে। নতুন সরকার এবং দূরদর্শন (স্বশাসিত?) কি এদের আন্তরিক সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না যাতে শান্তিতে নির্বিঘ্নে এরা বাঁচতে পারে এবং কাজ করতে পারে নয়তো সুখদেব, চারিদের মতো এদের অমূল্য জীবন হতাশায় অকালে শেষ হয়ে যাবে।